করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১০

[১]ভাই ও বোনেরা, আমি চাই না তোমাদের অজানা থাকুক যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই মেঘের নিচে ছিলেন, সবাই সাগরের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন, [২]তাঁরা সবাই মেঘ ও সমুদ্রের ভেতর হযরত মুসা আ. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন; [৩]এবং সবাই একই রুহানি খাবার খেয়েছিলেন, [৪]এবং সবাই একই রুহানি পানীয় পান করেছিলেন। যে-রুহানি পাথর তাঁদের পিছে পিছে যাচ্ছিলো, তা থেকেই তাঁরা পান করেছিলেন; আর মসিহ-ই ছিলেন সেই পাথর।

[৫]কিন্তু তাদের অধিকাংশের ওপরই আল্লাহ সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং মরুভূমিতেই তাঁরা নিহত হয়েছিলেন। [৬]ঘটে-যাওয়া এসব ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেনো আমরা তাঁদের মতো মন্দ কামনা না-করি। [৭]তাদের মধ্যে কেউ-কেউ যেমন মূর্তিপুজো করেছিলেন, তোমরা তেমন কোরো না। যেমনটি লেখা আছে, "লোকেরা খাওয়াদাওয়া করতে বসলো, পরে তারা আমোদপ্রমোদে মেতে উঠলো।" [৮]তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জিনা করেছিলেন; আমরা যেনো তাদের মতো জিনায় লিপ্ত না হই, আর এর ফলে একই দিনে তেইশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিলেন।

[৯]আমরা যেনো মসিহকে পরীক্ষা না-করি, যেমনটি তাদের মধ্যে কেউ কেউ করেছিলেন, এবং সাপের কামড়ে মারা পড়েছিলেন। [১০]তোমরা অভিযোগ কোরো না, যেমনটি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ করেছিলেন, এবং ধ্বংসকারীর হাতে ধ্বংস হয়েছিলেন। [১১]এসব ঘটনা তাদের ওপর ঘটেছিলো যেনো তারা আমাদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠে; এবং আমাদের- যাদের ওপর আখেরি জামানা এসে পড়েছে, আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য তা লিখে রাখা হয়েছে। [১২]সুতরাং, তোমরা যদি মনে করো যে, তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, তাহলে সাবধান হও, যেনো তোমাদের পতন না-হয়।

[১৩]প্রত্যেকের জীবনে যে-সব পরীক্ষা এসে থাকে, তা থেকে ভিন্ন কোনো পরীক্ষা তোমাদের জীবনে আসেনি। আল্লাহ বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদেরকে সহ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষায় পড়তে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সাথে সাথে বেরিয়ে আসার একটি পথও তিনি করে দেবেন, যেনো তোমরা তা সহ্য করতে পারো।

[১৪]সুতরাং, প্রিয় বন্ধুরা আমার, তোমরা মূর্তিপুজো থেকে দূরে থাকো। [১৫]আমি তোমাদের বুদ্ধিমান মনে করে কথা বলছি; আমি যা বলছি তা তোমরা নিজেরা বিচার করে দেখো। [১৬]রহমতের যে-পেয়ালাটি নিয়ে আমরা শুকরিয়া আদায় করি, তা কি মসিহের রক্তে অংশগ্রহণ নয়? আর যে-রুটি আমরা ছিড়ে টুকরো করি, তা কি মসিহের

শরীরে অংশগ্রহণ নয়? [১৭]কেননা শরীর একটাই, আমরা অনেক হলেও একটাই শরীর, কারণ আমরা সবাই একটি রুটিতেই অংশগ্রহণ করি।

[১৮]ইস্রায়েল জাতির কথা চিন্তা করে দেখো; যারা কোরবানির মাংস খায় তারা কি সেই কোরবানি দেবার স্থানের অংশীদার নয়? [১৯]আমার এই কথা দিয়ে আমি কী বোঝাতে চাই? প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবার কি বিশেষ কিছু, নাকি ওই প্রতিমা বিশেষকিছু? [২০]না, তা নয়; আমি বলতে চাইছি যে, পৌত্তলিকরা যা উৎসর্গ করে, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয় তারা ভুতদের কাছেই করে। আমি চাই না যে, তোমরা ভূতদের অংশীদার হও।

[২১]তোমরা একই সাথে হযরত ইসা মসিহের এবং ভূতদের পেয়ালায় পান করতে পারো না। তোমরা একই সাথে হযরত ইসা মসিহের এবং ভূতদের খাবারে অংশ নিতে পারো না। [২২]অথবা আমরা কি মসিহকে ঈর্ষান্বিত করছি? আমরা কি তাঁর চেয়েও শক্তিশালী?

[২৩]"সবকিছুই বৈধ," কিন্তু সবকিছুই উপকারী নয়। "সবকিছুই আইনসম্মত," কিন্তু সবকিছুই গড়ে তোলে না। [২৪]তোমার নিজের সুবিধার কথা ভেবো না, বরং অন্যের সুবিধার কথা ভাবো। [২৫]মাংসের বাজারে যা কিছু বিক্রি হয়, বিবেকের কাছে কোনো প্রশ্ন না তুলে, তা খাও; [২৬]কারণ "জমিন ও এর প্রাচুর্য আল্লাহরই।"

[২৭]কোনো অ-ইমানদার যদি তোমাদের দাওয়াত করে আর তোমরা দাওয়াত খেতে যাও, তাহলে, বিবেকের কাছে কোনো প্রশ্ন না করে, তোমাদের সামনে যা দেওয়া হয় তা খেয়ো। [২৮]কিন্তু কেউ যদি তোমাদের বলে, "এটা তো বলি-দেওয়া-পশুর মাংস," তাহলে যে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছে তার কথা বিবেচনায় রেখে এবং বিবেকের খাতিরে তা খেয়ো না- [২৯]আমি অন্যের বিবেকের কথা বলছি, তোমাদের নয়। কেননা আমার স্বাধীনতা কেনো অন্য কারো বিবেকের বিচারের বিষয় হবে?

[৩০]আমি যদি শুকরিয়া আদায় করে খাবারে অংশ নেই, তাহলে যে-খাবারের জন্য আমি শুকরিয়া আদায় করছি, তার জন্য কেনো আমি নিন্দিত হবো? [৩১]সুতরাং, তোমরা যা-কিছু খাও অথবা পান করো, কিংবা যা-ই করো- না-কেনো, সবকিছুই আল্লাহর মহিমার জন্য কোরো।

[৩২]ইহুদি বা অ-ইহুদি কিংবা আল্লাহর ওপর যারা ইমান এনেছে তাদের কারো মনে কষ্ট দিয়ো না, [৩৩]আমি যেমন আমার সমস্ত কাজে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি, নিজের সুবিধার কথা না-ভেবে বরং অনেকের সুবিধার কথা ভাবি, যেনো তারা নাজাত পায়, তোমরাও তেমনই কোরো।